উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ২৪ আশ্বিন ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ১৪৫ সংখ্যা

উষ্ণায়নের বিপদ

উষ্ণায়ন শব্দটির সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরেই পরিচিত সারা বিশ্ব। এই দেশও যার ব্যতিক্রম নয়। ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে গলছে হিমবাহ। সমুদ্রতল উচ্চ হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঢেউ আছড়ে পড়ছে যেকোনো জায়গায়, যখনতখন। পরিবেশবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে সতর্ক করছেন সারা বিশ্বকে। প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্যকলাপকে রুদ্ধ করে আধুনিক জীবনের নিত্যনতুন ক্রিয়াকলাপ চলছে, যা মূক পৃথিবীর সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তাই বিদ্রোহ করছে প্রকৃতি। নিজের মতো করে চেষ্টা করছে মানুষকে বোঝাতে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে উষ্ণায়ন নিয়ে যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা উদ্‌বেগজনক। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে যেসব বিপদ ধেয়ে আসছে, তা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। রাষ্ট্রসংঘের ইনটারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-এর ওই রিপোর্টে ভারত ও বিশেষ করে এই রাজ্য প্রসঙ্গে সাবধানবাণী দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মারণ তাপপ্রবাহের শিকার হতে চলেছে এই দেশ। এতে বৃদ্ধি পাবে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো ভয়ানক রোগ। প্রচণ্ড গরমে আক্ষরিকভাবেই সঙিন হয়ে উঠবে দেশের আধুনিক শহরগুলির অবস্থা, যার মধ্যে প্রথমেই আছে কলকাতার নাম। তার পরে রয়েছে মুম্বই। গত দেড়শো বছরে কলকাতার তাপমাত্রা গড়ে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজধানী দিল্লি, বাণিজ্যনগরী মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পরিস্থিতিও উদ্‌বেগজনক। আগামী বারো বছরের মধ্যে এই বৃদ্ধিতে রাশ টানতে না পারলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরও ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। প্লাবন, ঝড়, মারণ রোগ সহ একাধিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হবে এই সব এলাকা। এই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় প্রকৃতিকে রক্ষা করা। জীবনযাপন থেকে শুরু করে শিল্প, কৃষি, শক্তিনীতি সবেতেই বদল আনতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞানীমহল এমনই বার্তা দিয়েছেন। বলা হয়েছে, কলকাতা ও পাকিস্তানের করাচির পরিস্থিতি সবথেকে খারাপ। অবিলম্বে তা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে পরিস্থিতি যে আরও ভয়ংকর হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিবেশ নিয়ে বিজ্ঞানীদের সতর্কতা ও সচেতন করার প্রয়াস অবশ্য এ প্রথম নয়। বহুদিন ধরে পরিবেশবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে আসছেন। মূলত বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন এর জন্য দায়ী। মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে যে দূষণ ছড়াচ্ছে, তার ক্রমবর্ধমান মাত্রাই এই সংকট ডেকে আনছে। এর ফলে উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা একদিকে যেমন নানা সুফল, সুবিধা এনে দিচ্ছে, তেমনই কেড়ে নিচ্ছে নানা প্রাকৃতিক উপাদানও। এর থেকে রক্ষা পেতে দূষণরোধ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা দরকার। বিশেষত ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ, তাকে রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। সমুদ্র, পাহাড়, বনাঞ্চল ইত্যাদি এলাকায় মানুষের আগ্রাসী দখল কোনোমতেই কাম্য নয়। যেকোনো উপায়ে একে বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ব্যাপক খরা, বন্যা, দাবানল ইত্যাদি শুধু নয়, অভাব দেখা দেবে খাদ্যেরও। সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর সংকটের সৃষ্টি হবে। আশার কথা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন। বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির তদারকি করবে। যার রিপোর্ট যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সরকার পরিবেশ রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এটা ভালো ব্যাপার। পরিবেশ রক্ষা আমজনতার জীবনের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেন্দ্র ও রাজ্যে পৃথক পরিবেশ দপ্তরও আছে। তবু পরিবেশ রক্ষায় যে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন, তার অভাব এখনও রয়ে গিয়েছে। তাই দূষণরোধ ও পরিবেশ সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই গণসচেতনতা গড়ে তোলাই হোক লক্ষ্য।

অমৃতধারা

ভগবান আপনাকে অর্পণ করেন তাহাদেরই কাছে যাহারা আপনাদিগকে নিঃশেষে সর্বাংশে ভগবানকে অর্পণ করে। তাহাদেরই জন্য শান্তি, জ্যোতি, শক্তি, সুখ, মুক্তি, প্রসারতা, জ্ঞানের শিখররাজি, আনন্দের সিন্ধুনিচয়।

সর্বদা ভাগবত শক্তির সহিত যুক্ত থাকিবে। তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হইতেছে শুধু ইহাই সহজভাবে করা, ভাগবতী শক্তিকে তাহার আপন কার্য করিতে দেওয়া। যখনই প্রয়োজন সে শক্তি নিম্নবৃত্তিগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া লইবে। অন্য সময়ে সে তোমাকে এ সকল হইতে রিক্ত করিয়া আপনারই দ্বারা তোমায় পূর্ণ করিয়া দিবে।

সাধনায় সর্ববিধ আসক্তিই বাধা। সকলের জন্য তোমার মঙ্গলেচ্ছা থাকিবে – সকলের জন্য অন্তরাত্মার সহৃদয়তা থাকিবে – কিন্তু প্রাণের কোনো আসক্তি নহে। সাধকের ভালোবাসা হইবে ভগবানের জন্য। এই প্রেমে যখন সে পরিপূর্ণ, তখনই সে প্রকৃতভাবে অপরকে ভালোবাসিতে পারে।

–শ্রীঅরবিন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২১২৩

পাশাপাশি ঃ ১। অজ্ঞাতবাসের সময় ভীমের ছদ্মনাম ৩। বাংলায় যেখানে প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজো হয় ৪। মুড়ি বা চিঁড়ে ভাজা ৫। দেবী দুর্গার অনেক নামের একটি ৭। যা থেকে শস্য বা উদ্ভিদ জন্মায় ১০। ঈশ্বরের পাঠানো দূত, পয়গম্বর ১২। ছেলেপিলে বা সন্তানসন্ততি ১৪। বটল গ্রিন বা গাঢ় সবুজ রং ১৫। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তা জন চিপস যেখানে দুর্গাপুজো করেছিলেন ১৬। চোখের প্রসাধন।

উপর-নীচ ঃ ১। কোচবিহার রাজপরিবারের দেবী দুর্গা ২। দেবীর একান্ন শক্তিপীঠের একটি ৩। চুপচাপ, মৌন হয়ে থাকা ৬। যে প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য চলে ৮। আয়ান ঘোষের মা, রাধিকার শাশুড়ি ৯। শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের এক নাম ১১। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি রাগ ১৩। ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী।

সমাধান ■ ২১২২

পাশাপাশি ঃ ২। দেবমাতা ৫। হাজারি ৬। সুরসুন্দরী ৮। কন্দ ৯। পর্ণ ১১। পুরুষকার ১৩। বলয় ১৪। শিবপ্রিয়া।

উপর-নীচ ঃ ১। মহাদেবী ২। দেরি ৩। মাদুর ৪। কৌমারী ৬। সুন্দ ৭। সুবর্ণ ৮। কল্মষ ৯। পর ১০। ত্রিনয়নী ১১। পুলস্ত্য ১২। কাবাব ১৩। বয়া।

তিন রাজ্যের ভোটকে পাখির চোখ করেছেন রাহুল

সামনেই পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন। তার মধ্যে বিজেপি শাসিত তিন রাজ্যে পরিবর্তন আনতে কংগ্রেস জোর প্রচার চালাচ্ছে। পাঁচ রাজ্যের এই ভোট আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, লিখেছেন নবেন্দু গুহ।

হুইসল বেজে গিয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে লোকসভা নির্বাচন। ফাইনালের আগে সেমিফাইনাল পর্ব হয়েই থাকে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে। আগামী নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের মতে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন হল সেমিফাইনাল পর্ব। ১২ নভেম্বর শুরু হয়ে এই পর্বের নির্বাচন চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ফলাফল প্রকাশিত হবে আগামী ১১ ডিসেম্বর।

২০১৯ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাস নাগাদ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন দেশের সবক'টি রাজনৈতিক দলের কাছে যে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর সেই কারণেই এই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে সেমিফাইনাল পর্ব হিসেবে অভিহিত করা যেতেই পারে।

উল্লিখিত পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের নির্বাচনকে। এই তিন রাজ্যে মূলত লড়াইটা হবে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। এই তিনটি রাজ্যের ফলাফল আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে তথা দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর যে যথেষ্টই প্রভাব ফেলবে একথা বলাই বাহুল্য। এই তিনটি রাজ্যেই ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। এবছরে এই তিন রাজ্যে বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী এই তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজেপি-কে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে বিজেপি-কে টক্কর দিতেও পারে কংগ্রেস। সর্বভারতীয় স্তরে তুলনামূলকভাবে বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস যথেষ্টই বেগ দিতে পারে বিজেপি-কে। আর এই তিন রাজ্যে ভালো ফল করলে কংগ্রেস জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকটাই উপরে উঠে আসতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিশাল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। ভোটে কংগ্রেসকে একেবারে পর্যুদস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করাই নয়, একের পর এক রাজ্য বিজেপির দখলে চলে আসতে থাকে। বিজেপি বিশাল জয় পায় উত্তরপ্রদেশে। অসমে কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী থাকলেও বিজেপি তাদের হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। দীর্ঘকাল বাম দখলে থাকা ত্রিপুরায় অভাবনীয়ভাবে ক্ষমতায় চলে আসে বিজেপি। নির্বাচনে লড়তে কখনও কোথাও বিজেপি-কে জোট বাঁধতে হয়েছে। কখনও বা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে বিজেপি। যতই নৈতিকতার কথা বলা হোক না কেন, ভোটের রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এমন চল অবশ্যই নতুন কিছু ব্যাপার নয়।

নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা-র নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বিজেপি নেতারা যখন ধরে নিয়েছেন যে তাঁদের অগ্রগতি কেউ আর রুখতে পারবে না, সেইসময় প্রায় অঘটন ঘটার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল মোদির নিজের রাজ্য গুজরাটে। সে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি অনায়াসে জিতবে বলে বিভিন্ন নির্বাচনি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় যে ব্যাপারটা অত সহজ হয়নি। শেষপর্যন্ত গুজরাটে বিজেপি জয়ী হলেও কংগ্রেস ভালোমতই টক্কর দিতে সমর্থ হয়েছিল। আর এই ঘটনা বিজেপি নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। বিজেপির বিজয়রথের চাকা কি কিছুটা হলেও নড়বড়ে হয়ে উঠেছে? এ প্রশ্ন উঠে যায় খোদ বিজেপির নেতা-কর্মীদের মনে। কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে বিজেপি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল কংগ্রেসকে পরাস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে। নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল যে বিজেপি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন পেলেও তা কর্ণাটকে সরকার গড়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এটা জেনেবুঝেও বিজেপি কর্ণাটকে সরকার গড়ার প্রয়াস চালায় এবং লজ্জাজনকভাবে এই প্রয়াস শেষমেশ ধাক্কা খায়।

যাই হোক, পঞ্জাবে জয়লাভ করে, কর্ণাটকে জোট করে সরকার গড়ে, গুজরাটে বিজেপি-কে বেগ দিয়ে কংগ্রেস আগের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠে কিছুটা হলেও যে নড়েচড়ে বসেছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আসন্ন পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই উঠে এসেছে কংগ্রেসের নাম।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ভালো ফল করতে পারে। এই তিন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বিজেপি সমস্যায় পড়তে পারে, এমনকি ক্ষমতা হারাতে পারে বলেও কোনো কোনো সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে। সমীক্ষার ফলাফল সব সময় মেলে না, এটা নতুন কিছু বিষয় নয়। তবে কিছুকাল আগেও বিজেপির জবরদস্ত দাপটে বিধ্বস্ত কংগ্রেস কার্যত আলোচনার প্রায় বাইরেই চলে গিয়েছিল। বিশেষ করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির অপরিপক্ক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রেক্ষিতে।

কেন্দ্রে মোদি সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি এবং কর্মকাণ্ডের ফলে সাধারণ মানুষ যথেষ্টই ক্ষুব্ধ। নোটবন্দির সিদ্ধান্তের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে করে প্রায় নাকের জলে – চোখের জলে অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের। ব্যাংকিং ব্যবস্থার রীতিমতো দুরবস্থা হাজারো দুর্নীতির সুবাদে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বেশ কয়েকজন বড়ো ব্যবসায়ীর দেশ ছেড়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনা নরেন্দ্র মোদিকে বেশ বিপাকেই ফেলে দিয়েছে। ব্যাংকে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সুদের হার কমিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উষ্মার মুখে পড়েছেন মোদি। পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাসের মূল্য প্রায় প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। জিএসটি চালু করে সাধারণ মানুষের কার কতটা কী লাভ হয়েছে তা উপলব্ধি করা মুশকিল। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য ক্রমশ কমেই যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বমুখী। বেকারত্বের সমস্যা রয়েই গিয়েছে। এদেশের ব্যাপক উন্নতি করবেন, সাধারণ মানুষকে ভালো রাখবেন, দারিদ্র্য দূর করবেন, কালো টাকা উদ্ধার করবেন বলে সেই কবে থেকে উদাত্ত কণ্ঠে বলে আসছিলেন নরেন্দ্র মোদি, সেসব গেল কোথায়? প্রশ্ন উঠছে। তার ওপর রয়েছে রাফায়েল চুক্তির প্রসঙ্গ। রাহুল গান্ধি এই ইশ্যুটি তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু রাফায়েল চুক্তি সম্পাদনের সময় যে বড়ো রকমের দুর্নীতি হয়েছে সে বিষয়টি তিনি পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এখনও। বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করে, পুজো দিয়ে, পৈতা দেখিয়ে, কৈলাস ভ্রমণ করে রাহুল গান্ধি নিজেকে জব্বর ধরনের হিন্দু হিসেবে প্রমাণ করে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির বিরুদ্ধে অল আউট খেলতে নেমে গিয়েছেন। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতেও তাঁর যে মন চায়, এই ইচ্ছের কথাও গোপন রাখেননি রাহুল। আবার সংসদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোলাকুলি পর্ব সেরে নিজের আসনে ফিরে চোখ মটকে রাহুল নিজের ইমেজ কিঞ্চিৎ ছোটোও করে ফেলেন। অন্যদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির যে মহাজোট গঠনের প্রক্রিয়ার কথা আলোচিত হচ্ছিল তা কিন্তু এখন থমকে গিয়েছে।

বিরোধীদের মধ্যে কংগ্রেস সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল। সেই সুবাদে রাহুল চাইতেই পারেন যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে মহাজোট গঠন করা হোক। অর্থাৎ কার্যত রাহুল গান্ধিকে নেতা মেনে বিরোধীরা একজোট হোন। তাতে করে বিরোধীরা জিতলে রাহুলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটা আটকায় না। কিন্তু রাহুল তথা কংগ্রেস এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে কেউ হতে পারেন, আগে বিজেপি বিরোধী জোট গঠনই আসল। বিজেপি-কে ক্ষমতাচ্যুত করাই হল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে রাহুল এখন সেমিফাইনালের লড়াইটা জিতে নেওয়ায় বেশি জোর দিচ্ছেন। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপি-কে হারাতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের গুরুত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, বিজেপিও তাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। এই তিন রাজ্যে জয়লাভ সম্ভব হলে লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি বিরোধী মহাজোটের নেতৃত্ব দেওয়ার দাবি করা কংগ্রেসের পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে। আর সেই কারণেই এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধির চোখ আটকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে।

> রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপি-কে হারাতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসের গুরুত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, বিজেপিও তাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। এই তিন রাজ্যে জয়লাভ সম্ভব হলে লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি বিরোধী মহাজোটের নেতৃত্ব দেওয়ার দাবি করা কংগ্রেসের পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বড়ডোবা একটি বিপন্ন গ্রামের নাম

বর্ষার আগমন বা বর্ষণমুখর দিন একজন কৃষকের কাছে আশীর্বাদের মতো। ফসল তৈরির দারুণ ব্যস্ততায় এভাবেই নিমগ্ন রাখেন একজন চাষি নিজেকে। মৎস্যজীবীদের জীবিকাতেও অনেক আশার সঞ্চার হয় বর্ষাতেই। অথচ বর্ষাকাল ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত বড়ডোবা গ্রামে নতুন কোনো সুখবরের পসরা নিয়ে আসে না। প্রায় গোল আকৃতি নিয়ে একটি বৃত্তে বন্দি হয়ে আছে এই গ্রাম। শান্ত, স্থির মুজনাই নদী সারাবছর তিলে তিলে গ্রামটিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। প্রবল বর্ষায় তার ভয়াবহতা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় কয়েক হাজার লোকের বসবাস এখানে। কাঁচামাল থেকে দুধ- বিভিন্ন রকমের সামগ্রী আজ ফালাকাটার মতো ব্যস্ত শহরে শুধু নয়, বড়ডোবাবাসীর উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য সামগ্রী আজ পাড়ি দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

ফালাকাটা শহরের বেশ কয়েকটি উচ্চবিদ্যালয় সহ শিশু নিকেতন মিলিয়ে প্রায় কয়েকশো শিক্ষার্থী এই গ্রামে বাস করে। তাদের প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বছরের সিংহভাগ সময় নৌকা করে যাতায়াত করতে হয়। উল্লেখ্য, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও বাঁশের সাঁকোর উপর বাকি সময়টা নির্ভর করে চলতে হয় তাদের। ফালাকাটা থেকে বড়ডোবার দূরত্ব বড়োজোর কয়েকশো মিটার অথচ সিঙ্গিজানি দিয়ে ঘুরে যেতে হলে পেরোতে হয় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার। যোগাযোগ ব্যবস্থার এই করুণ বাস্তবতার শিকার হতে হয় বহু মানুষকে।

সম্প্রতি গ্রামের এক ভদ্রমহিলা (৬৯) সাপের কামড়ে মারা যান। তার কারণ হল নৌকাতে যাতায়াত। অনেকের দাবি, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে তাঁর মতো অনেককেই বাঁচানো যেত। আর একটি বিষয়, এই বিপন্ন বড়ডোবা সম্পদের এক আশ্চর্য আঁতুড়। এখানকার তাঁতশিল্প একসময় বিখ্যাত ছিল। আজও তার রেশ ফুরিয়ে যায়নি। বহু কাঁচামালের উৎস এ গ্রাম। দুগ্ধ শিল্পে ফালাকাটা শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে বড়ডোবা। এখানকার কর্মঠ শ্রমিক, মেধাবী ছাত্রছাত্রী, সজ্জন ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি। এজন্য সরকারি প্রকল্পে সেতু নির্মিত হোক। চাই প্রশাসনিক দিক থেকে দ্রুত সুব্যবস্থা। একজন বড়ডোবার মানুষ হিসেবে সবাইকে অনুরোধ, আপনারা কোনো দলীয় রং না দেখে এগিয়ে আসুন একটা গ্রামকে বাঁচানোর জন্য। নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য। এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অমিতকুমার বর্মন
বড়ডোবা, ফালাকাটা।

রাঙ্গাপানিতে জলপাইগুড়ি ভবন চাই

জলপাইগুড়ি পুরসভা এবং জেলাপরিষদ জলপাইগুড়িবাসীদের থাকার জন্য জলপাইগুড়ি ভবন তৈরি করছে। এটা প্রশংসনীয়। রাঙ্গাপানিতে ক্যানসার রোগের চিকিৎসা হয়। জলপাইগুড়ির কাছেই রাঙ্গাপানি। সেখানে অনেক রোগী চিকিৎসার জন্য যান। সকলের পক্ষে মুম্বই, কলকাতা যাওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া এ রোগ হলে রোগী এবং পরিজন হতাশ হয়ে পড়েন। কোথায় থাকবেন, কীভাবে চিকিৎসা করাবেন, সেটা চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। রোগীকে নিয়ে থাকার জায়গা পেলে অনেক শান্তি।

বর্তমানে রাঙ্গাপানিতে সরকারি কোনো আবাসন নেই যেখানে রোগীর পরিজনরা থেকে চিকিৎসা করাবেন। জলপাইগুড়ি ভবন রাঙ্গাপানিতে তৈরি হওয়া তাই খুবই জরুরি। থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকলে ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা করানো সহজ হবে। অনেক সময় হাসপাতালে জায়গার অভাবে রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় হাসপাতালের বাইরে। সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি ভবন থাকলে অনেক উপকার হবে সেই সব অসহায় রোগীর। রাঙ্গাপানিতে জলপাইগুড়ি ভবন তৈরি হোক এবং ক্যানসার রোগীদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হোক। জলপাইগুড়ি **পুরসভা এবং জেলাপরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন রাখছি।**

নূপুর ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

হাসপাতাল হোক

বার্নিশ, বাকালির মতো জায়গায় হাসপাতাল রয়েছে। ভোটপাট্টিতে জায়গা থাকতেও হাসপাতাল হচ্ছে না কেন ? মুখ্যমন্ত্রী অনেক কাজ করেছেন। আমরা চাই হাসপাতাল তৈরি হোক এখানে। গরিব লোকদের তাহলে আর কষ্ট করে অন্যত্র যেতে হবে না। হাসপাতাল তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, বিষয়টি দেখুন।

বন্দনা ভট্টাচার্য্য
জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বেতন পাননি

রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দু-মাস থেকে কোনো বেতন দেওয়া হয়নি। সামনে পুজো, তাঁদেরও তো পুজোয় কেনাকাটা থাকে, পুজোয় নতুন জামাকাপড় তো তাঁদেরও পরতে ইচ্ছে করে! আশাকর্মীরা দিনরাত এক করে কাজ করে যান, অথচ তাঁদের জন্য সাম্মানিকের পরিমাণ যৎসামান্য। রাজ্য সরকার যদি তাঁদের দিকে সামান্য সহানুভূতির দৃষ্টি দিত তাহলে তাঁরা পুজোমণ্ডপে একটু মুখে হাসি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতেন।

আবু তাহের, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

স্কুল বন্ধ রেখে আন্দোলন সঠিক পথ নয়

দাড়িভিট কাণ্ডে স্কুল বন্ধ রেখে আন্দোলনের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কারণ শিক্ষাতেই রয়েছে জাতির ভবিষ্যৎ, আগামীদিনের আলো।

এইভাবে দিনের পর দিন স্কুল বন্ধ রেখে আন্দোলন করলে স্কুলপড়ুয়াদের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। আজকের ছাত্রসমাজ দেশের আগামীদিনের সম্পদ এবং মেরুদণ্ড। মেনে নিচ্ছি সব মৃত্যুই অপূরণীয় ক্ষতি। যাঁদের বাড়ির সন্তান মারা গিয়েছে, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাবার ভাষা আমাদের কারও নেই। এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকার্ত সমগ্র রাজ্যবাসী। সুবিচারের আশায় রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করা যায়।

তাই বলব, যারা গিয়েছে তারা কোনোদিন ফিরবে না। অকালে ঝরে গেল দুটি তাজা প্রাণ। এটা মেনে নেওয়া কখনও সম্ভব নয়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমরা অন্য পন্থা অবলম্বন করতে পারি। আন্দোলন জারি রাখতে পারি। কিন্তু স্কুল বন্ধ রেখে বিক্ষোভ নয়। কারণ আজকের ছাত্রসমাজ আগামীদিনে দেশ গড়বে। তাদের ক্ষতি করা যাবে না। স্কুল বন্ধ রাখলে তাদের ক্ষতি। এইভাবে চলতে থাকলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার – এ কথা হলফ করে বলা যায়। বিষয়টার দিকে নজর দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

প্লাস্টিকের ব্যবহারে রাস্তা

প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারে রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে প্লাস্টিক দূষণ থেকে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যাবে। 'প্লাস্টিক বর্জন' বিষয়টা এখনও স্লোগান মাত্র। জনগণকে এ ব্যাপারে শিক্ষিত করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। মানুষের মজ্জায় প্লাস্টিক ঢুকে গিয়েছে। একশ্রেণির মানুষ আছে যারা বুঝেও অবুঝের মতো প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে বাজার করে। এদের বোঝালে বোঝে না। পুলিশি ধরপাকড় এবং জরিমানার কড়াকড়ি হলেই এক্ষেত্রে কাজ হতে পারে।

তপেশ ভৌমিক
গুড়িয়াহাটি, কোচবিহার।

জমি মাফিয়া : ব্যবস্থা নিন

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জমি মাফিয়াদের অত্যাচার শুধু শিলিগুড়িতেই নয়, সর্বত্রই। মালদা জেলার মানিকচক অঞ্চল একটি উদাহরণ। জমি মাফিয়াদের খপ্পরে পড়ে ওই এলাকার বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পিনাকীরঞ্জন ঝা
মকদমপুর, মালদা।

কেন ?

সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছিল জাতীয় সড়কের পাশে কোনো মদের দোকান থাকবে না। কিন্তু ধূপগুড়িতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রমরমিয়ে চলছে ওয়াইন শপ। এক্ষেত্রে নিষেধ মানা হচ্ছে না কেন ?

সঞ্জিত দত্ত
ধূপগুড়ি।

বইপাড়া

তিস্তাভূমির গল্প

'তিস্তাদেশে যখন দিন পনেরো-বিশ-তিরিশ বৃষ্টি হতেই থাকে তখন চাঁদনি পক্ষে এমন বৃষ্টি একটু হালকা হলে, পাঁচঘেরিয়ার চর থেকে তিস্তার বুকে এমন মূর্তি তৈরি হতে দেখা যায় – তিস্তার স্রোতের ওপর বৃষ্টির ধারা দিয়ে তৈরি একটি মেয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে আর তিস্তার স্রোত সেই বৃষ্টি দিয়ে তৈরি মেয়েকে একটুও নাড়াতে পারছে না অথচ তার ভিতর দিয়েই স্রোত বয়ে যায়। এই জলমূর্তির মেয়েকে যে দেখে, এক সেই দেখে। নিষেধ আছে, বারণ আছে, এই বর্ষায় কোথাও যদি কেউ, কিছু দেখেও তা হলে সে কথা আর কাউকে বলবে না' ... দেবেশ রায় তাঁর 'তিস্তাদেশ' গল্পে এমনই এক অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন, যা বাস্তব ও কল্পনায় মিশে তিস্তাকে মানসপটে অন্যভাবে এঁকে দিতে থাকে। তাঁর গল্প বলাটা অদ্ভুত, অনন্য এবং নতুন অভিজ্ঞতা দেয়। আমরা বলি গঙ্গা আমার মা। তিস্তাও তাই। তার দু-তীরে কত মানুষ বাস করে, তারা তিস্তাকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচে। তিস্তাকে বড়ো বেশি প্রচারের আলোয় এনেছেন সম্ভবত দেবেশ রায়। এবার দুই তরুণ কবি ও গল্পকার গৌতম গুহরায় ও শুভময় সরকার তিস্তাকেন্দ্রিক গল্প নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করে তিস্তাকে আবার পাঠক হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। এই দুই কবি ও গল্পকারের সম্পাদনায় 'তিস্তাভূমির গল্প'-এ রয়েছে মোট দশটি গল্প। লিখেছেন দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, সমীর রক্ষিত, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ কর্মকার, বিপুল দাস, গৌতম গুহরায়, শুভময় সরকার, তপতী বাগচী ও মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। গল্পগুলি সুখপাঠ্য। তিস্তাকে নিয়ে এমন একটি সংকলন প্রকাশ অতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। উত্তরের পাঠকদের কাছে এ নিশ্চয় এক ভিন্ন স্বাদের জোগান দেবে। ভালো কাজ হয়েছে। এ গ্রন্থের মুদ্রণ, বাঁধাই ইত্যাদি সুন্দর।

তিস্তাভূমির গল্প/সম্পাদনা ঃ গৌতম গুহরায়, শুভময় সরকার
সোপান। কলকাতা-৬। মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা।

নহবত

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'নহবত'-এর এবারের পুজোসংখ্যা বরাবরের মতোই আকর্ষণীয়। এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন সুবোধ ভট্টাচার্য, সুজিত মুখোপাধ্যায়, অরুণ ইন্দু। সংযুক্ত সম্পাদক তুষার চট্টোপাধ্যায় ও সংগীতা ভট্টাচার্য। অশোকনগর থেকে এ পত্রিকা প্রকাশ পেলেও এর গায়ে তাই উত্তরের গন্ধ থাকে। নহবত-এর সূচিপত্র দীর্ঘ। প্রবন্ধ বিভাগে রয়েছেন অর্ণব সেন, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, হীরেন চট্টোপাধ্যায়। সুরজিৎ দাশগুপ্তের আত্মকথা রয়েছে এ সংখ্যায়। কবিতা ও গল্পভাগে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত, জয় গোস্বামী, বুদ্ধদেব গুহ, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আবুল বাশার, শেখর বসু, তুষার চট্টোপাধ্যায়, উত্তম চৌধুরী ও আরও অনেকের লেখা রয়েছে। কিছু লেখা পুনর্মুদ্রণ। পত্রিকার ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি চমৎকার।

গল্প ইদানীং

ত্রৈমাসিক গল্পের কাগজ 'গল্প ইদানীং'। সম্পাদক সুনীল সাহা। প্রকাশিত হয় কোচবিহার থেকে। এ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা হাতে এসেছে। এই সংখ্যায় রয়েছে অনেকগুলো গল্প। উত্তরের ছোটোগল্প চর্চার বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া গেল এ সংখ্যা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকার লেখকসূচি দীর্ঘ। লিখেছেন ডাঃ বিজয়ভূষণ রায়, লক্ষ্মী নন্দী, শাহার উল ইসলাম, সন্তোষ বসু, রমা কর্মকার, প্রদীপ দে, শুভাশিস দাশ, অলোকানন্দ দাস, অশ্বিনীকুমার পাল, অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, রিমা দাস, সোমা রায়, মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী, গান্ধি সাহা, রুমাশ্রী সাহাচৌধুরী এবং আরও অনেকে।

বইপাড়াতে যাঁরা বই পাঠাতে চান অথবা সদ্যপ্রকাশিত পত্রপত্রিকা, তাঁরা বই, পত্রপত্রিকা পাঠাবেন বইপাড়া বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায়।